বাংলার বাণী

তারিখ ... 21 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

10

প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে

"শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ" শীর্ষক গত ১১ জুলাই বাংলার বাণীতে প্রকাশিত খবরকে উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করে একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) জরিপের কাজ হাতে নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ জরিপ কাজের জন্য ৯৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। প্রকাশিত খবরে ৯৩ লাখ টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জরিপ কাজের জন্য মোট গণনাকারীর সংখ্যা ৭২৫ জন এবং সুপার ভাইজারের সংখ্যা ১৪০ জন। প্রকাশিত প্রতিবেদনে গণনাকারী ৮৫০ জন এবং সুপারভাইজারের সংখ্যা ২০০ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশিত খবরে প্রত্যেক গণনাকারীর জন্য এক বেলা খাবারের টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য প্রত্যেক গণনাকারীকে এককালীন ছয় হাজার টাকা সম্মানী হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। থানা ভিত্তিক প্রতি গণনাকারীর জন্য গড়ে পঁচিশটি প্রতিষ্ঠান সম্বলিত গণনা এলাকা পূর্বেই চিহ্নিত করা হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশকে এভাবে ৭২৫টি গণনা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। সরেজমিনে তদারকি সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য গড়ে প্রতি পাঁচজন গণনাকারীর জন্য একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। সুপারভাইজারদের জন্য জনপ্রতি সম্মানী হিসেবে আড়াই হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আট টাকা মূল্যের খাতা আটাশ টাকায় কেনার খবরও সঠিক নয়। প্রতি খাতার দাম পড়ে দশ টাকা পঁচিশ পয়সা। হাজার হাজার খাতা কেনা হয়নি। কেনা হয়েছে ১০৯ ডজন খাতা।

বরাদ্দকৃত টাকা ভাগবাটোয়ারা করার অভিযোগও ভিত্তিহীন। ৯৬ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে দেয়া হয়েছে ৩১ লাখ ৬ হাজার ৯শ' ৬৩ টাকা।

'৯১-৯২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির কোন অবকাশ ছিল না। সুপারভাইজারগণ সরকারী কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই ঢাকায় প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হয়। তাদের পক্ষে অনিয়ম, দুর্নীতি, ভুল তথ্য সংগ্রহ ও গোজামিল দেয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। মাঠ পর্যায়ে গণনাকারীদের কাজ তদারকি এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ফলে এ ধরনের অনিয়ম হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ জরিপের মাধ্যমে প্রায় আঠার হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সাড়ে তিন লাখ শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মচারীর ছবিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। খবর তথ্য বিবরণীর।